২.৮. সংজ্ঞার প্রকারভেদ (Different types of Definitions)

সংজ্ঞা দেবার উদ্দেশ্য হল, শব্দের অর্থকে স্পষ্ট করা, অপরকে বোঝানো যে, কোন শব্দের সঠিক অর্থ কি। তবে, সব সংজ্ঞার উদ্দেশ্য এক হলেও সংজ্ঞা দেবার পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। কখনো সমার্থক শব্দের উল্লেখ করে, কখনো কারণ দর্শিয়ে, কখনো দৃষ্টান্ত দেখিয়ে, কখনো কোন বস্তু বা ঘটনাকে নির্দেশ করে, ইত্যাদি বিভিন্নভাবে শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। সংজ্ঞা দেবার কয়েকটি মুখ্য পদ্ধতির অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার কয়েকটি সংজ্ঞার উল্লেখ করা গেল :

(ক) সমার্থক শব্দের বা প্রতিশব্দের সাহায্যে সংজ্ঞা

(Definition by Equivalent Words)

সংজ্ঞার সহজ পদ্ধতি হল সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দের মাধ্যমে সংজ্ঞা দেওয়া। অনেক সময় কোন শব্দের সংজ্ঞায় ঐ শব্দটির সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন, "গজ" এবং "তিন ফুট" শব্দ দুটি সমার্থক — "গজ" শব্দের প্রতিশব্দ "তিন ফুট"। "গজ" শব্দের অর্থ যা, "তিন ফুট" কথাটিরও অর্থ তাই। কোন বাক্যের অন্তর্গত "গজ" শব্দটির জায়গায় "তিন ফুট" শব্দ দুটি বসালে বাক্যটির অর্থান্তর হয় না। যেমন, "ছেলেটি উচ্চতায় এক গজ" না বলে যদি বলা হয়" ছেলেটি উচ্চতায় তিন ফুট" তাহলে অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না। এখন "গজ" শব্দটির সংজ্ঞায় যদি বাল হয় "গজ হল তিন ফুট" তাহলে সংজ্ঞাটি হবে সমার্থক শব্দের মাধ্যমে সংজ্ঞা। তেমনি, "পিতা" এবং "পুরুষ জন্মদাতা" শব্দ দুটিও সমার্থক। কোন বাক্যের অন্তর্গত "পিতা" শব্দটির স্থানে যদি "পুরুষ জন্মদাতা" যুগ্ম-শব্দটি বসানো হয় তাহলে অর্থের কোন পরিবর্তন হয় না। কাজেই, "পিতা" শব্দের সংজ্ঞায় যদি বলা হয় "পিতা হয় পুরুষ জন্মদাতা" তাহলে তা হবে সমার্থক শব্দের মাধ্যমে সংজ্ঞা।

উপরোক্ত দুটি দৃষ্টান্তে মূল শব্দ অর্থাৎ সংজ্ঞেয় শব্দ ("গজ" / "পিতা") এক-শাব্দিক হলেও সমার্থক শব্দ বা প্রতিশব্দ ("তিন ফুট" / "পুরুষ জন্মদাতা") একাধিক শব্দ দ্বারা গঠিত। তবে, অনেক ক্ষেত্রে মূলশব্দটির (সংজ্ঞেয় শব্দটির) মতো সমার্থক বা প্রতিশব্দও এক শাব্দিক হতে পারে। যেমন, "বীর্য" এবং "সাহস"। এখানে দুটি শব্দই একশাব্দিক। এখানে "বীর্য" শব্দটির সংজ্ঞায় যদি বলা হয় "বীর্য হয় সাহস" তাহলে সংজ্ঞাটি হবে একটিমাত্র সমার্থক শব্দের মাধ্যমে সংজ্ঞা।

পদ্ধতিটির সীমা (Limitation of this method)

কেবলমাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রেই প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দের মাধ্যমে সংজ্ঞা সন্তোষজনক হতে পারে। কোন ভাষাতেই হুবহু সমার্থক শব্দ বেশী সংখ্যক থাকে না। আরও দেখা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংজ্ঞেয় মূল শব্দটির সম্পূর্ণ অর্থটি সমার্থক শব্দের মাধমে প্রকাশ করা যায় না, অতিরিক্ত আরও কিছু শব্দ-সংযোজনের প্রয়োজন হয়।

তাছাড়া, সমার্থক শব্দের মাধ্যমে সংজ্ঞা প্রদান পদ্ধতিটিকে যুক্তিশাস্ত্রসম্মতরূপে (logic গণ্য করা গেলেও তা মনস্তত্ত্বসম্মত (Psychological) নাও হতে পারে। সংজ্ঞার উদ্দেশ্য হল

Scanned by CamScanner

— পাঠক বা শ্রোতার কাছে কোন শব্দের অর্থকে সুস্পষ্ট করা। এমন ক্ষেত্রে পাঠক বা শ্রোতার কাছে যদি প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দটির অর্থ অজানা থাকে তাহলে সংজ্ঞা দেবার উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হয়। যেমন, "ভ্রাতা" শব্দটির সংজ্ঞায় যদি বলা হয় "পুরুষ সহোদর" তাহলে তা যুক্তিশাস্ত্র সম্মত হলেও মনস্তত্ত্বসম্মত নাও হতে পারে, কেননা এমন হতে পারে যে পাঠক বা শ্রোতা "সহোদর" শব্দটির অর্থ জানে না অর্থাৎ জানে না যে 'সহোদর' শব্দটির অর্থ হল 'একই পিতা-মাতার সন্তান'। কাজেই এক্ষেত্রে সমার্থক শব্দ ব্যবহার করে সংজ্ঞা দিলে সংজ্ঞার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। এজন্য, সমার্থক শব্দের মাধ্যমে সংজ্ঞা প্রায়শই মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে সন্তোষজনক হতে পারে না।

আবার, এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাদের কোন প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দই থাকে না। এমন ক্ষেত্রে, এক বা একাধিক শব্দ ব্যবহার করে, কোন ভাবেই সমার্থক শব্দ গঠন করা যায় না এবং তার ফলে সমার্থক শব্দের মাধ্যমে সংজ্ঞা প্রদানও সম্ভব হয় না। আমাদের সংবেদনসূচক, অনুভূতিসূচক শব্দগুলি এই প্রকার। যথা — "লাল", "ব্যাথা", "ঝাঁঝালো", "ভয়" ইত্যাদি শব্দ। এইসব শব্দের শাব্দিক সংজ্ঞাই হয় না, কেবল প্রদর্শক সংজ্ঞা (২.৯ দেখ) হয়। এইসব শব্দ-নির্দেশিত বিষয়ের অভিজ্ঞতা যার হয়নি (যার লালের সংবেদন হয়নি, যে কখনো ভয় অনুভব করেনি) তাকে কেবল শব্দের মাধ্যমে কোনভাবেই ঐসব শব্দের অর্থ বোঝানো যাবে না। তেমনি আবার এমন কিছু বিমূর্তবিষয়সূচক শব্দ আছে যাদের কোন সমার্থক শব্দ আদৌ নেই। যেমন, "দেশ", "সত্তা", "সম্বন্ধ" ইত্যাদি শব্দ।

কাজেই, উপসংহারে বলতে হয় যে, **সমার্থক শব্দের মাধ্যমে সংজ্ঞা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়, কেবল কয়েকটি ক্ষেত্রেই সম্ভব।**

(খ) কারণমূলক সংজ্ঞা

(Causal Definition)

অনেক সময় শব্দ-নির্দেশিত বিষয় বা বস্তুর কারণ উল্লেখ করে শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এপ্রকার সংজ্ঞাকে বলে "কারণমূলক সংজ্ঞা" (Causal definition)। বিজ্ঞানে, বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞানে, এভাবে অনেক শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। "X" শব্দটির সংজ্ঞায় বলা হয় —

"X হল এমন এক বিষয় যার কারণ A"।

চিকিৎসাবিজ্ঞানে "সিফিলিস্" নামক রোগটির সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয় —

'সিফিলিস্ হল এমন এক রোগ যার কারণ স্পিরোশেট্ (spirochete) জীবাণু।'

তবে, সব রোগের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন, "মাথাব্যাথ্যা" বলতে বোঝায় মাথার ব্যাথা' বা 'মস্তিষ্ক প্রদাহ' — তার কারণ যাই হোক না কেন (মাথাব্যাথার কারণ নানা রকমের হতে পারে)। অবশ্য "মাথাব্যাথা" শব্দটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের কোন পারিভাষিক শব্দ (technical terms) নয় এবং সেজন্য কারণ দর্শিয়ে "মাথাব্যাথা" শব্দটির সংজ্ঞা চিকিৎসাবিজ্ঞানে

Scanned by CamScanner

দেবার প্রয়োজন হয় না। চিকিৎসাবিজ্ঞানে পারিভাষিক শব্দগুলির সংজ্ঞাই সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর কারণ উল্লেখ করে দেবার চেষ্টা করা হয়। যেমন, "কলেরা", "টাইফয়েড" ইত্যাদি পরিভাষিক শব্দের সংজ্ঞায় বলা হয় —

'কলেরা হল এমন ব্যাধি যার কারণ A'

'টাইফয়েড্ হল এমন রোগ যার কারণ B', ইত্যাদি।

এই পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা (Limitations of this method) ;

চিকিৎসাবিজ্ঞানের এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞানের কয়েকটি শব্দের সংজ্ঞা এভাবে (কারণ দর্শিয়ে) দেওয়া গেলেও সব শব্দের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যায় না। অভিজ্ঞতা কেন্দ্রিক শব্দের বা অনুভব-শব্দের (experience-words) সংজ্ঞা, যেমন- "লাল", "ব্যাথা", "অবসাদ" ইত্যাদি শব্দের সংজ্ঞা, এভাবে কারণ উল্লেখ করে, দেওয়া যায় না।

পদার্থবিজ্ঞানে অবশ্য আলোক-তরঙ্গকে রঙ-এর কারণরূপে গণ্য করে "লাল", "হলুদ" ইত্যাদি বর্ণসুচক শব্দের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া হয় —

'লাল রঙ হল তাই যা Y পরিসরের আলোকতরঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়'।

"লাল"-এর এপ্রকার সংজ্ঞা পদার্থবিজ্ঞানীর কাছে উপযোগী হলেও সাধারণ মানুষের কাছে সন্তোষজনক নয়। সাধারণ মানুষ পদার্থবিজ্ঞানের আলোক-তরঙ্গ সম্পর্কে, আলোকতরঙ্গের পরিসর সম্পর্কে, কিছুমাত্র অবহিত না হয়েও লালবস্তুকে চিনতে পারে এবং "লাল" শব্দটিকে যথাযোগ্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সূচনার বহুশত বৎসর আগে থেকেই মানুষ লাল রঙকে চিনেছে এবং "লাল" শব্দটির অর্থ জেনেছে।

পদার্থবিজ্ঞানের আলোকতরঙ্গের মাধ্যমে "লাল"-এর সংজ্ঞা দিলে তা মূলত দুটি কারণে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না :

(১) স্বপ্নে (dream) অথবা অমূল-প্রত্যক্ষে (hallncination) লালের চেতনা হতে পারে যদিও সেই সময় আলোকতরঙ্গ বিকিরণ করার মতো কোন বস্তু সামনে থাকে না। আবার বিপরীত ঘটনাও ঘটতে পারে। যেমন, কোন বস্তু থেকে বিকির্ণ আলোক তরঙ্গের দিকে কোন দৃষ্টিবান ব্যক্তি তাকিয়ে থাকলেও সে লাল দেখতে পায় না, কেননা বস্তুর পরিবর্তে সে আলোক-তরঙ্গকেই লক্ষ্যবস্তু করেছে, যা নিজে নিজে লাল হলুদ ইত্যাদি কিছুই নয়। কাজেই, একথা বলা চলে যে, "লাল" শব্দটির সংজ্ঞা আলোক-তরঙ্গের উল্লেখ করে দেওয়া যায় না।

(২) ভাষার ইতিহাসে দেখা যায় যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে শব্দের সংজ্ঞারও পরিবর্তন ঘঠেছে। মানুষ আগে রোগ-লক্ষণের দ্বারা বিভিন্ন রোগসূচক শব্দের সংজ্ঞা দিয়েছে ; পরে, কয়েকটি রোগের জীবাণু আবিষ্কৃত হলে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে ঐ সব জীবাণুর উল্লেখ করে রোগ-বিশেষের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। এমন হতে পারে এবং হওয়াটাই সম্ভব যে, ভবিষ্যতে মানুষের জ্ঞানভান্ডার আরও উন্নত ও প্রসারিত হলে ঐসব সংজ্ঞাও পরিত্যক্ত হয়ে অন্য কোন সংজ্ঞা গ্রহণীয় হবে। "লাল"-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গেও একই কথা বলা চলে। এমন হতে

Scanned by CamScanner

পারে যে, ভবিষ্যতের পদার্থবিদ্যায় তরঙ্গতত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়ে অন্য কোন উন্নততর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সেদিন সেই উন্নত তত্ত্বের মাধ্যমেই "লাল" শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হবে। তবে, পদার্থবিজ্ঞানের এক তত্ত্ব বর্জিত হয়ে অন্য কোন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা পেলেও সেদিনও আমাদের লাল-এর অনুভবের অর্থাৎ যাকে আমরা "লাল" বলি তার প্রতি অনুভবের কোন পরিবর্তন ঘটবে না।

একথা স্বীকার করা যেতে পারে যে, আমাদের যখন লালের চেতনা হয় তখন বাইরে এক বিশেষ পরিসরের আলোক-তরঙ্গ থাকে। ঐ আলোকতরঙ্গ লালের চেতনার নিত্য সহগামী ধর্ম হলেও তাকে লক্ষণসূচক ধর্ম বলা যাবে না। কাজেই, আমাদের সিদ্ধান্ত হল, কারণ দর্শিয়ে, বিশেষ পরিসরের আলোক তরঙ্গকে কারণরূপে উল্লেখ করে, অনুভব-শব্দ "লাল"-এর সংজ্ঞা দিলে তা সন্তোষজনক হবে না।

তেমনি, কারণ দর্শিয়ে "ব্যাথা" শব্দটিরও সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। চিকিৎসাবিজ্ঞানে স্নায়ু-উদ্দীপনাকে ব্যাথার কারণ বলা হয়। এখন, যদি চিকিৎসাবিজ্ঞান অনুসরণ করে "ব্যাথা" শব্দটির সংজ্ঞায় বলা হয় :

'ব্যাথা হল এমন যার কারণ স্নায়ুপ্রান্তের উদ্দীপনা'

তাহলে তা সন্তোষজনক হবে না। একজন মানুষ তার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্নায়ুপ্রান্তের উদ্দীপনার কথা বলে যেতে পারে ব্যাথা সম্পর্কে কিছু না জেনেই। তেমনি আবার অগণিত সাধারণ মানুষের ব্যাথার অভিজ্ঞতা আছে এবং তারা জানে যে "ব্যাথা" বলতে কি বোঝায়, যদিও ব্যাথা-প্রসঙ্গে উদ্দীপনা সম্পর্কে তাদের কোন বোধ না থাকতেও পারে। আসলে, ব্যাথা প্রসঙ্গে স্নায়ু-প্রান্তের উদ্দীপনা একটা আবিষ্কার মাত্র — 'ব্যাথার অনুভূতির ঠিক আগে সাধারণত স্নায়ুপ্রান্তের উদ্দীপনা হয়'। আবিষ্কারটি ব্যাথ্যা প্রসঙ্গে একটি উক্তি, "ব্যাথা" শব্দটির সংজ্ঞা নয়। ব্যাথা প্রসঙ্গে এই আবিষ্কারের আগেই "ব্যাথা" শব্দটির অর্থ জানার প্রয়োজন হয়। "ব্যাথা" বলতে কি বোঝায় তা জানা থাকলে তবেই এমন আবিষ্কার করা যেতে পারে যে, ঐ অনুভূতির ঠিক আগে স্নায়ু-প্রাপ্তে উদ্দীপনা হয়। কাজেই, আমাদের সিদ্ধান্ত হল যে, ব্যাথার কারণ দর্শিয়ে "ব্যাথা" শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া যায় না।

"অবসাদ" বা "বিষণ্ণতা" শব্দটিরও কারণমূলক সংজ্ঞা হয় না। অনেক মনোসমীক্ষক অবদমিত ক্রোধকে অবসাদের কারণরূপ গণ্য করে "অবসাদ" শব্দটির সংজ্ঞায় বলেন—

'অবসাদ হল অবদমিত ক্রোধ'

মনোসমীক্ষকদের মতে, ক্রোধকে চেপে রাখলে, ক্রোধের স্বাভাবিক প্রকাশকে অবদমন করলে অবসাদ বা বিষণ্ণতা দেখা দেয়। অর্থাৎ অবসাদ বা বিষণ্ণতা হল পুঞ্জিভূত চাপা ক্রোধ। মনোসমীক্ষকদের এই অভিমত স্বীকার করে নিলেও "অবসাদ" শব্দটির এপ্রকার সংজ্ঞাকে সন্তোষজনক বলা যায় না। অবসাদের মূলে যে অবদমিত ক্রোধ — এটা একটা মনোবৈজ্ঞানিক আবিষ্কারমাত্র এবং এই আবিষ্কারের আগেই "অবসাদ" বা "বিষণ্ণতা" শব্দটির অর্থ জানতে হয়। "অবসাদের" মানে জানা থাকলে, বিষণ্ণতার অনুভব থাকলে তবেই সেই অনুভবের আগে যে অবদমিত ক্রোধ থাকে, এমন আবিষ্কার সম্ভব হতে পারে।

Scanned by CamScanner

"অবসাদ" বা "বিষণ্ণতার " অর্থ 'অবদমিত ক্রোধ' নয়। যে লোক "অবদমনের" অর্থ জানে না, যে তার পুঞ্জিভূত চাপা ক্রোধ সম্পর্কে অবহিত নয়, সেও অবসাদ বা বিষণ্ণতা অনুভব করে এবং ঐ দুটি শব্দের অর্থও জানে। স্পষ্টতই, অবসাদের কারণ (অবদমিত ক্রোধ) এবং "অবসাদ" শব্দটির অর্থ এক নয়। অর্থাৎ X-এর কারণ এবং "X" শব্দটির অর্থ এখানে অভিন্ন নয়।

তাহলে উপসংহারে একথাই বলতে হয় যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞানে কয়েকটি শব্দের সংজ্ঞা শব্দ-নির্দেশিত বস্তুর কারণ দর্শিয়ে দেওয়া সম্ভব হলেও সব শব্দের কারণমূলক সংজ্ঞা সম্ভব নয়।

(গ) চুক্তিমূলক বা আরোপক সংজ্ঞা এবং আভিধানিক বা প্রতিবেদক সংজ্ঞা

(Stipulative Definition and Lexical or Reportive Definition)

শব্দের সংজ্ঞায় শব্দটির অর্থ উল্লেখ করা হয়। কিন্তু শব্দমাত্রই ধ্বনি বা আঁকমাত্র, যার নিজস্ব কোন অর্থ থাকে না। শব্দ একাট সংকেত বা চিহ্ন এবং ঐ সংকেত মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষই শব্দ সংকেতকে অর্থ প্রদান করে। **শব্দকে এভাবে অর্থ-প্রদান কোন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছা অনুসারে হতে পারে আবার গোটা মানুষের সাধারণ ইচ্ছা অনুসারেও হতে পারে।** তাহলে শব্দের সংজ্ঞায় যখন শব্দটির অর্থ উল্লেখ করা হয় তখন সেই অর্থকরণ দুইভাবে হতে পারে। যথা — (১) ব্যক্তি-বিশেষ তার ইচ্ছামতন শব্দে অর্থ আরোপ করে অর্থাৎ চুক্তির দ্বারা শব্দটির প্রতি বিশেষ এক অর্থ আরোপ করে এবং সেই বিশেষ অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করতে পারে ; অথবা (২) সাধারণভাবে একটি শব্দকে যে অর্থে ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ অভিধানে শব্দটির যে প্রচলিত অর্থ দেওয়া থাকে, সেই প্রচলিত অর্থে শব্দটিকে ব্যবহার করতে পারে ; প্রথম ক্ষেত্রে শব্দটির অর্থ হবে চুক্তিমূলক বা আরোপক এবং ঐ অর্থ ধরে কোন শব্দের সংজ্ঞা দিলে তাকে বলা হবে **"চুক্তিমূলক"** বা **"আরোপক সংজ্ঞা"** (Stipulative definition)। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রচলিত বা আভিধানিক অর্থকে প্রতিবেদন বা 'রিপোর্ট' করা হয় বলে অর্থটি হবে প্রতিবেদক বা আভিধানিক এবং ঐ অর্থ ধরে কোন শব্দের সংজ্ঞা দিলে তাকে বলা হবে **"প্রতিবেদক সংজ্ঞা"** (Reportive definition) বা **"আভিধানিক সংজ্ঞা"** (Lexical definition)।

যখন কেউ (যথা-চার্বাক) চুক্তি মতো "আত্মা" শব্দটি 'সজীব-দেহ' অর্থে গ্রহণ ক'রে "আত্মা" শব্দটির সংজ্ঞায় বলে, "আত্মা হল সজীব দেহ" তখন সংজ্ঞাটি হবে চুক্তিমূলক বা আরোপক সংজ্ঞা, কেননা অর্থটি এখানে একরকম চুক্তির মাধ্যমে ব্যক্তিবিশেষের (চার্বাকপন্থীর)দ্বারা আরোপিত, প্রচলিত বা আভিধানিক অর্থ নয়। বিজ্ঞানের পারিভাষিক (technical) শব্দগুলির সংজ্ঞা বিজ্ঞানীরা সাধারণত এভাবেই দিয়ে থাকেন।

যখন কেউ প্রচলিত বা আভিধানিক অর্থ ধরে "ত্রিভূজ" শব্দটির সংজ্ঞায় বলে "ত্রিভূজ হল তিনবাহুবেষ্ঠিত সমতল ক্ষেত্র' তখন সংজ্ঞাটি হবে প্রতিবেদক বা আভিধানিক। এখানে

Scanned by CamScanner

"ত্রিভূজ" শব্দটি বিশেষ কোন অর্থে গ্রহণ না করে প্রচলিত বা আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করে সংজ্ঞাটি দেওয়া হয়েছে। "ত্রিভুজ" শব্দটির প্রচলিত অর্থ হল 'তিন বাহুবেষ্টিত সমতল ক্ষেত্র'।

"সংজ্ঞা" বলতে আমরা সাধারণত আভিধানিক সংজ্ঞাকেই বুঝে থাকি। অভিধানে একটি শব্দের অর্থ যেভাবে দেওয়া থাকে, সাধারণ মানুষ একটি শব্দকে যে অর্থে ব্যবহার করে, শব্দের সেই প্রচলিত অর্থটিকে গ্রহণ করেই আমরা সাধারণত শব্দের সংজ্ঞা দিয়ে থাকি। শব্দের একটি অর্থ প্রচলিত থাকলে নতুন কোন অর্থ উদ্ভাবন করার প্রয়োজন সাধারণত দেখা দেয় না।

তবে, কয়েকটি ক্ষেত্রে আভিধানিক অর্থকে গ্রহণ করলে সমস্যা দেখা দেয় বলে সেইসব ক্ষেত্রে অর্থ আরোপের (stipulations) প্রয়োজন দেখা দেয়। যেমন —

(১) শব্দটি যদি দ্ব্যর্থক হয় তাহলে শব্দ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে শব্দটিকে বিশেষ কোন একটি অর্থে ব্যবহার করতে হয়। এমন ক্ষেত্রে, শব্দটি বিশেষ কোন্ অর্থে ব্যবহার করা হচ্ছে তা শ্রোতাকে জানাতে হয়। অবশ্য এখানে শব্দটির প্রতি নতুন কোন অর্থ আরোপ করা হয় না — প্রচলিত বিভিন্ন অর্থের মধ্যে কোন একটি বিশেষ অর্থকে গ্রহণ করা হয়।

(২) শব্দটি যদি স্পষ্টার্থক না হয় তাহলে সেই অস্পষ্ট অর্থটিকে বাতিল করে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নতুন এক অর্থে শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়। যেমন, "গণতন্ত্র" শব্দটি স্পষ্টার্থক নয়। এখানে কোন ব্যক্তি শব্দটির প্রতি কোন সুস্পষ্ট অর্থ আরোপ ক'রে তাকে উল্লেখ করতে পারে এই আশায় যে আরোপিত নতুন অর্থটি প্রচলিত অর্থ অপেক্ষা সাধারণের কাছে বেশী গ্রহণযোগ্য হবে।

(৩) বিশেষ কোন অর্থকে প্রকাশ করার জন্য যদি সেই সময় শব্দ-ভান্ডারে কোন শব্দ না থাকে তাহলে নতুন একটি শব্দ উদ্ভাবন করা হয়, যা ঐ অর্থটিকে প্রকাশ করতে পারে। লক্ষ্যণীয় যে, **কেবল এমন ক্ষেত্রেই অর্থটি সম্পূর্ণভাবে আরোপিত** (stipulative), প্রতিবেদক বা আভিধানিক নয়। গণিতজ্ঞ কাস্‌নের (kasner) যখন "গুগল্" শব্দটি উদ্ভাবন ক'রে শব্দটিকে ১০ ^{১০০} (দশের একশত শক্তি) অর্থে প্রয়োগ করেন তখন তা হয় একটি আরোপিত অর্থ কেননা ঐ অর্থে কোন শব্দের প্রচলন ইতিপূর্বে ছিল না। কেবল এপ্রকার ক্ষেত্রেই, যেখানে ব্যক্তি তার ইচ্ছামতন একটি বিশেষ এবং অপ্রচলিত অর্থ একটি শব্দের প্রতি আরোপ ক'রে শব্দটির সংজ্ঞা দেয়, কেবল সেক্ষেত্রেই সংজ্ঞাটি হয় বিশুদ্ধ চুক্তিমূলক বা আরোপক (stipulative definition)।

আরোপক সংজ্ঞা এবং আভিধানিক সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য যাই হোক না কেন, উভয়ের মধ্যে এক মূলগত ঐক্য আছে—শেষ বিচারে, উভয় ক্ষেত্রে মানুষই শব্দের প্রতি অর্থ আরোপ করে। কোন শব্দই নিজে নিজে অর্থপূর্ণ নয়। শব্দমাত্রই মানুষেরই উদ্ভাবিত সংকেত বা চিহ্ন। ঐ সংকেত কখনো ব্যক্তি-মানুষের ইচ্ছা অনুসারে উদ্ভাবিত হয়, আবার কখনো তা গোষ্ঠী মানুষের উদ্ভাবন, যা ক্রমে ক্রমে রীতিসিদ্ধ হয়ে পড়ে। উভয় ক্ষেত্রেই শব্দের সঙ্গে অর্থের প্রকৃত কোন যোগ থাকে না, মানুষই একটি শব্দকে এক বা একাধিক অর্থের সঙ্গে যুক্ত করে।

Scanned by CamScanner

(ঘ) সারধর্মসূচক সংজ্ঞা বা বস্তুবিষয়ক সংজ্ঞা (Real Definition)

আভিধানিক বা প্রবর্তক সংজ্ঞা ছাড়াও আর এক রকম সংজ্ঞার উল্লেখ করা হয় — সারধর্মসূচক সংজ্ঞা বা বস্তুবিষয়ক সংজ্ঞা (Real Definition)। এই সংজ্ঞা শব্দের সংজ্ঞা নয়, এ হল বস্তুর সংজ্ঞা। এখানে "X" শব্দটির সংজ্ঞার পরিবর্তে X বস্তুটির সংজ্ঞা চাওয়া হয় বা দেওয়া হয়। "ত্রিভূজ" শব্দটির সংজ্ঞার পরিবর্তে এখানে ত্রিভূজের সংজ্ঞার উল্লেখ করা হয়।

সংজ্ঞা শব্দটি সাধারণত বাচিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়। "সংজ্ঞা" বলতে সাধারণত বোঝায় — বচনে প্রকাশিত শব্দের বা শব্দগুচ্ছের সংজ্ঞা। সংজ্ঞার আসল উদ্দেশ্য হল নাম বা শব্দের অর্থকে সুস্পষ্টভাবে বচনে প্রকাশ করা। "ত্রিভূজ" একটি শব্দ এবং এই শব্দটির সংজ্ঞা বচনে প্রকাশ করে বলা হয়, "ত্রিভূজ হল তিনবাহুবেষ্টিত সমতল ক্ষেত্র"।

কাজেই, যখন কেউ বস্তুর সংজ্ঞার কথা বলে তখন সে "সংজ্ঞা" শব্দটিকে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ না করে বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করে। **"বস্তুর সংজ্ঞায়" আসলে সে বস্তুটির সারসূচকধর্ম অর্থাৎ সারধর্মকেই (essence) জানতে চায় বা বলতে চায়।** ত্রিভূজের সারধর্ম হল 'তিনবাহুবেষ্টিত হওয়া' এবং 'সমতলক্ষেত্র হওয়া'। লক্ষণীয় যে, এই দুটি ধর্মই হল ত্রিভূজের লক্ষণসূচক ধর্ম (definying characteristies)। স্পষ্টতই, কোন কিছুর সারধর্ম (essence) বলতে তার 'লক্ষণসূচক ধর্মকেই' বোঝানো হয়। শব্দের সংজ্ঞায় সেই শব্দ-নির্দেশিত বস্তুর লক্ষণসূচক ধর্মের উল্লেখ করা হয়। সারধর্মগুলি যদি লক্ষণসূচকধর্ম হয় তাহলে সারসূচকধর্মের উল্লেখ করলে তা প্রকৃতপক্ষে বস্তু-নামের অর্থাৎ শব্দের সংজ্ঞাই হয়। এমন ক্ষেত্রে একথাই বলতে হয় যে, **বস্তু বিষয়ক সংজ্ঞা প্রকারান্তরে শব্দেরই সংজ্ঞা, বস্তুর সংজ্ঞা নয়।**

তবে, অনেক সময় বস্তুর বিশ্লেষণ ক'রে — রাসায়নিক বিশ্লেষণ অথবা ধারণাগত বিশ্লেষণ ক'রে — বস্তুটির সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করা হয়। যেমন, জলের সংজ্ঞায়, জলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে বলা হয়, "জল হল হাইড্রোজেনের দুইটি অণু এবং অক্সিজেনের একটি অণু — এই অনুপাতে (H_2O) মিশ্রণ।" কিন্তু, এভাবে বস্তুকে বিশ্লেষণ করে তার উপাদানগত কাঠামো জানা গেলেও বস্তু-নামের বা শব্দের (এখানে "জল" শব্দটির) অর্থটি সুস্পষ্ট হয় না। **বস্তু-নাম বা শব্দের অর্থকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করা যদি সংজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য হয় তাহলে বস্তুবিষয়ক সংজ্ঞাকে (সঠিক অর্থে) "সংজ্ঞা" বলা সঙ্গত হবে না।**

(ঙ) প্রবর্তক সংজ্ঞা (Persuasive Definition)

আবেগীয় অর্থের (emotive meaning) ওপর ভিত্তি করে যে সংজ্ঞা গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় "প্রবর্তক সংজ্ঞা" (Persuasive Definition)। কোন শব্দের সঙ্গে যুক্ত অনুকূল অথবা প্রতিকূল মনোভাব হল শব্দটির আবেগীয় অর্থ। শব্দের আবেগসূচক অর্থটি যেমন প্রীতিপ্রদ বা প্রসংশনীয় হতে পারে, তেমনি আবার অপ্রীতিপ্রদ বা নিন্দনীয় হতে পারে। কোন শব্দের প্রচলিত জ্ঞানীয় অর্থের (cognitive meaning) সঙ্গে আবেগীয় অর্থটিকে (তা প্রসংশনীয়

Scanned by CamScanner

অথবা নিন্দনীয় যাই হোক না কেন) যুক্ত করে শব্দটির নতুন জ্ঞানীয় অর্থ করলে, অর্থাৎ নতুন প্রসারিত অর্থে শব্দটির সংজ্ঞা দিলে তা হবে প্রবর্তক সংজ্ঞা। এখানে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শব্দটির প্রচলিত জ্ঞানীয় অর্থের সঙ্গে আবেগীয় অর্থ যুক্ত করে নতুন এক জ্ঞানীয় অর্থ প্রবর্তন করা হয়।

অধ্যাপক হসপার্স দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রবর্তক সংজ্ঞার ব্যাখ্যা করেছেন (১) একটিতে অনুকূল আবেগসূচক অর্থটিকে জ্ঞানীয় অর্থের সঙ্গে যোগ করা হয়, (২) অন্যটিতে প্রতিকূল আবেগীয় অর্থটিকে জ্ঞানীয় অর্থের সঙ্গে যোগ করা হয়।

(১) "সংস্কৃতি' শব্দটির মূল জ্ঞানীয় অর্থ ছিল 'শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিতি' এবং "সংস্কৃতিবান" শব্দটির জ্ঞানীর অর্থ ছিল 'যারা শিল্পকলার সমঝদার'। পরে, 'শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিতি' (অর্থাৎ সংস্কৃতি) এক বিশেষ ব্যঞ্জনা লাভ করে এবং 'শিল্পকলার সমঝদার' ব্যক্তিকে(অর্থাৎ সংস্কৃতিবান) সমাজে বিশেষ মর্যাদা ও গৌরবের অধিকারীরূপে গণ্য করা হয়। এভাবে, "সংস্কৃতি" ও "সংস্কৃতিবান" শব্দদুটির জ্ঞানীয় অর্থের সঙ্গে আবেগীয় এক মর্যাদাসূচক অর্থ যুক্ত হয়। এখন যদি কেউ "সংস্কৃতি" এবং "সংস্কৃতিবান" শব্দদুটির মূল জ্ঞানীয় অর্থের সঙ্গে আবেগীয় অর্থটি যুক্ত করে নতুন এক জ্ঞানীয় অর্থের প্রবর্তন করতে চায় তাহলে তা হবে ঐ দুটি শব্দের "প্রবর্তক সংজ্ঞা"। এখানে আবেগীয় মর্দাদাসূচক অর্থটিকে অভিন্ন রেখে মূল জ্ঞানীয় অর্থটির পরিবর্তন করা হয়। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার চর্চ্চাকে গৌরবসূচকরূপে প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে কোন সংস্কৃতি সভামঞ্চে কেউ যদি বলে, 'সত্যিকার সংস্কৃতি কিন্তু শিল্পকলার সঙ্গে পরিচিতি নয়, তা হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় গভীর জ্ঞান, এবং সত্যিকার সংস্কৃতিবান শিল্পকলার সমঝদার নয়, তাহল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সমঝদার' তখন বক্তা "সংস্কৃতি" ও "সংস্কৃতিবান" শব্দের নতুন জ্ঞানীয় অর্থ প্রবর্তন করেন।

(২) প্রচলিত জ্ঞানীয় অর্থের সঙ্গে আবেগসূচক নিন্দনীয় অর্থ যোগ করেও কোন শব্দের নতুন অর্থ প্রবর্তন করা যেতে পারে, অর্থাৎ শব্দটির প্রবর্তক সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে। "বাস্টার্ড" বা "বেজন্মা" শব্দটির মূল জ্ঞানীয় অর্থ ছিল "অবৈধ সন্তান'। সমাজে অবৈধ সন্তান সম্পর্কে মানুষের আবেগসূচক মনোভাব ছিল প্রতিকূল, নিন্দনীয়। এই আবেগীয় অর্থটিকে পরে "বেজন্মা" শব্দটির জ্ঞানীর অর্থের (অবৈধ সন্তান — এই অর্থের) সঙ্গে যুক্ত করে শব্দটির জ্ঞানীয় অর্থ সম্প্রসারণ করা হয় অর্থাৎ শব্দটির নতুন এক অর্থ প্রবর্তন করা হয়। এখন কাউকে "বাস্টার্ড" বা "বেজন্মা' বলা হলে এটা বোঝানো হয় না যে 'সে অবৈধ সন্তান', বোঝানো হয় যে 'তার আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র ইত্যাদি নিন্দনীয় এবং সেজন্য তার সাঙ্গ এড়িয়ে চলাই বাঞ্ছনীয়।' এখানে অর্থের প্রবর্তনায়, জ্ঞানীয় অর্থটি (অবৈধ সন্তান) পরিবর্তীত হলেও আবেগীয় অর্থটি (নিন্দনীয়) একই আছে।

রাজনীতি, ধর্ম, নীতি, চারুকলা ইত্যাদি বিতর্কিক বিষয়ে প্রায়শই প্রবর্তক সংজ্ঞার সাহায্যে শব্দের অর্থ করা হয়—মূল জ্ঞানীর অর্থের সঙ্গে আবেগসূচক অর্থকে যুক্ত করে নতুন এক জ্ঞানীয় অর্থ উদ্ভাবন বা প্রবর্তন করা হয়। প্রবর্তন সংজ্ঞা মাত্রই পরিত্যজ্য নয়, ক্ষেত্রবিশেষে

Scanned by CamScanner

এপ্রকার সংজ্ঞা প্রয়োজনীয়রূপে দেখা দেয়। তবে, প্রবর্তক সংজ্ঞার ক্ষেত্রে আমাদের এবিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন যে, শব্দের কতটুকু অর্থ জ্ঞানীয় এবং কতটা অর্থ আবেগীয়।

(চ) বাচ্যার্থমূলক সংজ্ঞা বা দৃষ্টান্তঘটিত সংজ্ঞা

(Definition by Denotation or Definition by citing Instances)

শব্দের 'বাচ্যার্থ' (denotation) বলতে বোঝায়, শব্দ-বোধিত প্রত্যেকটি বস্তু বা ব্যক্তি। "মানুষ" শব্দটির বাচ্যার্থ হল, রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রভৃতি প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানুষ। যে সব ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টান্তে একটি শব্দ প্রযোজ্য হতে পারে তাদের প্রত্যেকটি হল ঐ শব্দের বাচ্যার্থ। "গাছ" বললে গাছ শ্রেণীর প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তকে বোঝায় বলে এই গাছ, ওই গাছ, প্রভৃতি প্রতিটি গাছ হল "গাছ" শব্দটির বাচ্যার্থ। শব্দ-বোধিত কোন দৃষ্টান্ত যদি বাস্তবে এখন নাও থাকে তবুও সেই অতীত বা অনাগত দৃষ্টান্তটি বাচ্যার্থের অন্তর্গত হবে। মৃত মানুষের প্রত্যেকে যেমন "মানুষ" শব্দটির বাচ্যার্থের অন্তর্গত, তেমনি ভবিষ্যতে যে সব মানুষের জন্ম হবে, তাদের প্রত্যেকেও "মানুষ" শব্দটির বাচ্যার্থের অন্তর্গত।

অনেক সময় বাচ্যার্থের উল্লেখ করে শব্দের সংজ্ঞা দেওয়া হয়। **বাচ্যার্থের উল্লেখ করে শব্দের সংজ্ঞা দিলে সেই সংজ্ঞাকে বলে "বাচ্যার্থমূলক সংজ্ঞা"** (Definition by Denotation)। একে "দৃষ্টান্তঘটিত সংজ্ঞাও" (Definition by citing instances) বলা যেতে পারে। কেননা এখানে শব্দ-বোধিত বস্তু বা ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করে শব্দটির সংজ্ঞা দেওয়া হয়।

আমরা সাধারণত সমার্থক শব্দ দিয়ে অথবা লক্ষণসূচকধর্মের উল্লেখ করে শব্দের সংজ্ঞা দিয়ে থাকি ; কিন্তু সব শব্দের সমার্থক শব্দ থাকে না, থাকলেও তা সময়মতো মনে পড়ে না। তেমনি আবার, শব্দ-বোধিত বিষয় বস্তুর লক্ষণসূচক ধর্ম সম্পর্কেও মতবিরোধ থাকতে পারে। এইসব ক্ষেত্রে বাচ্যার্থের উল্লেখ করে কোন শব্দের সংজ্ঞা সহজেই দেওয়া যেতে পারে। যেমন, কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য থাকলে একটা জীবকে "গরু" বলা যাবে, এ বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলেও এই, ওই, সেই ইত্যাদি জীবকে গরুর দৃষ্টান্তরূপ উল্লেখ করার ক্ষেত্রে কোন বিতর্ক দেখা দেয় না। এই, ওই, সেই ইত্যাদি দৃষ্টান্ত (বাচ্যার্থ) উল্লেখ করে "গরু" শব্দটির সংজ্ঞা আমরা এভাবে দিতে পারি—

'এই, ওই, সেই ইত্যাদি জীবের প্রত্যেকটি যে শ্রেণীর দৃষ্টান্ত সেই শ্রেণীটি হল গরু'।

এখানে গরুর অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণসূচকধর্মের উল্লেখ না করে, কেবল বাচ্যার্থের উল্লেখ করে একটি শব্দের, "গরু" শব্দের, সংজ্ঞাটি দেওয়া গেল। X শ্রেণীর লক্ষণসূচকধর্ম সম্পর্কে অবহিত না হয়ে, কেবল M, N, O ব্যক্তিকে ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করে "X" শব্দটির সংজ্ঞা দিলে তা হবে বাচ্যার্থমূলক সংজ্ঞা। অধ্যাপক হস্‌পার্সকে অনুসরণ করে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা গেল : এ ব্যাপারে প্রায় সবাই একমত যে, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোল্‌রিজ, কীট্‌স্ এবং শেলী ছিলেন রোমান্টিক কবি, আর ভাগ্‌নার (Wagner), ব্রামস্ (Brahms), লিৎস্‌জ (Liszt) এবং মালের (Mahler) ছিলেন রোমান্টিক সুরকার। কিন্তু এঁদের প্রত্যেককে

Scanned by CamScanner

"রোমান্টিক" শব্দটির বাচ্যার্থের অন্তর্গত করা গেলেও রোমান্টিকতার (Romanticism) বৈশিষ্ট্য কি ?—এ বিষয়ে বিদগ্ধজনের মধ্যে যথেষ্ট বিতর্ক আছে। কাজেই এক্ষেত্রে "রোমান্টিক" শব্দটির সংজ্ঞায় লক্ষণসূচকধর্মের উল্লেখ না করে কেবল বাচ্যার্থের অর্থাৎ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করতে হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কীট্‌স্, শেলী প্রভৃতি কবি এবং তাদের কবিতার উল্লেখ করে "রোমান্টিক" শব্দটির অর্থ কিছুটা প্রকাশ করা যেতে পারে।

"দর্শন" শব্দটিও "রোমান্টিক" শব্দটির অনুরূপ, যার সংজ্ঞা কেবল বাচ্যার্থের উল্লেখ করেই দেওয়া সম্ভব। কতকগুলি বিষয়, কতকগুলি সমস্যা ও বিতর্ক যে দার্শনিক সমস্যা ও বিতর্ক, এ বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতবিরোধ না থাকলেও, ঐ সব সমস্যা ও বিতর্কের মধ্যে সাধারণভাবে উপস্থিত বৈশিষ্ট্যটি কি অর্থাৎ দর্শনের লক্ষণসূচক বৈশিষ্ট্য কি—এই বিষয়ে দার্শনিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, জ্ঞানের স্বরূপ ও সীমা—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বিষয়ের মধ্যে সম্বন্ধ—নিয়ন্ত্রণবাদ ও অনিয়ন্ত্রণবাদের মধ্যে বিতর্ক—কারণ, ঈশ্বর, কল্যাণ ও সুন্দর সম্পর্কে উক্তির বৈধতা বা সত্যতা ইত্যাদি হল দর্শনের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এই সব বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে উপস্থিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যটি যে কি—এই বিষয়ে কোন ঐকমত নেই। কাজেই, "দর্শন" শব্দটির সংজ্ঞায় কোন লক্ষণসূচক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যায় না ; কেবল বাচ্যার্থের উল্লেখ করে, বিশেষ বিশেষ আলোচ্য বিষয়কে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করে "দর্শন" শব্দটির অর্থ কিছুটা প্রকাশ করা যেতে পারে।

বাচ্যার্থ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, শব্দ-বোধিত প্রত্যেকটি বস্তুর নিজস্ব নাম নেই। বিশিষ্ট নামে (Proper name) নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বোঝালেও প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তুর বিশিষ্ট নাম নেই। "মানুষ" শব্দের বাচ্যার্থ প্রত্যেক মানুষের বিশিষ্ট নাম, যথা—"রাম", "শ্যাম", "রহিম" ইত্যাদি থাকলেও প্রত্যেক গাছের বা কুকুরের বিশিষ্ট নাম নেই। গৃহপালিত কিছু কুকুর বা বিড়ালের বিশিষ্ট নাম দেওয়া হলেও প্রত্যেক কুকুর বা বিড়ালের বিশিষ্ট নাম নেই। **বিশিষ্ট নাম হল এমন এক শব্দ-প্রতীক যা কেবল একটি বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকেই বোধিত করে।** যেমন, "অমর্ত্য সেন" বলতে কেবল ১৯৯৮ খৃষ্টাব্দে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ীকে বোঝায়, অন্য কোন ব্যক্তিকে নয় (অবশ্য ঐ নামটি অন্য কোন ব্যক্তির থাকতে পারে এবং সেক্ষেত্রেও নামটি কেবল সেই বিশেষ ব্যক্তিকেই বোধিত করে)। তেমনি তোমার নাম, তা যাই হোক না কোন, কেবল তোমাকেই নির্দেশ করে। অনেক সময় কোন দল বা গোষ্ঠীরও বিশিষ্ট নাম থাকে। যেমন—"মোহনবাগান", ইষ্টবেঙ্গল" ইত্যাদি। অনেক সময় আবার একটি সমগ্র শ্রেণীকেও নাম দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। যেমন—"কাক", "কোকিল", "দোয়েল" ইত্যাদি। **বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিশিষ্ট নামযুক্ত গোষ্ঠীকে বা শ্রেণীকে শব্দের বাচ্যার্থরূপে গণ্য করা যাবে না—বিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকেই কেবল বাচ্যার্থরূপে গণ্য করতে হবে।"** পাখি শব্দটি কাক, কোকিল দোয়েল প্রভৃতিকে নির্দেশ করলেও সেসব "পাখি" শব্দের বাচ্যার্থ নয়, কেননা তারা "কাক", "কোকিল" প্রভৃতি শ্রেণীসূচক শব্দ, ব্যক্তিসূচক নয়।

Scanned by CamScanner